বিলেতের কথকতা

নন্দিনী হোসেন

বৃটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান হালচাল

ডেভিড ক্যামেরন টোরি দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এই দলে বেশ একটা সাড়া পরে গেছে। দলটির সাধারণ সমর্থক থেকে শুরু করে নেতারাও চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। প্রকৃত পক্ষে থ্যাচার যুগ শেষ হয়ে যাবার পর যদিও ক্ষমতায় কয়েক বছর জন মেজর ছিলেন। তারপর থেকেই যেন এই দলটি নেতা সঙ্কটে ভুগছিল। নির্বাচনে তারা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না।

নিউ লেবার স্লোগান দিয়ে প্রথম যখন তরুণ নেতা টনি ব্লেয়ার দীর্ঘ দিন ক্ষমতার বাইরে থাকা লেবার দলের শরীরে নতুন রক্ত সঞ্চালন করেন তখন সত্যিকার অর্থেই তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে হয়েছিল। তার চৌকস বুদ্ধি, মেধা এবং নতুন কর্মসূচি নিয়ে নিউ লেবার স্লোগান তুলে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন ভোটারদের আস্থা। এর ফল স্বরূপ দীর্ঘদিন পর তরুণ নেতা টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বে লেবার পার্টির ভূমি ধসে বিজয় ঘটেছিল। তারপর আরো দুই বার ব্লেয়ার বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। যদিও পরে সবাই অবাক হয়ে দেখেছেন ব্লেয়ারের মধ্যে লোহমানবী থ্যাচারের ছায়া। অনেকে এমনো মন্তব্য করেন, তিনি থ্যাচারের যোগ্য মানসপুত্র।

নিউ লেবার-কে ব্লেয়ার কনজারভেটিভ দলের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবেই যেন গড়ে তোলেন যেখানে এককালের টনি বেন, মাইকেল ফুটদের মতো বাম ঘেষা ডাকসাইটে নেতাদের আদর্শ ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ইরাক যুদ্ধে বুশের ছায়াসঙ্গী হওয়া এবং তার রেশ ধরে নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্লেয়ারের আগের সেই অবস্থা এখন আর নেই। গত নির্বাচনে লেবার পার্টি বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করলেও অনেক নিরাপদ সিটই তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ওদিকে গত নির্বাচনের পর পরই কনজারভেটিভ দলের নেতা মাইকেল হাওয়ার্ড ঘোষণা দেন তিনি দলের নেতৃত্ব থেকে সরে দাড়াবেন। তারপর দীর্ঘ ছয় সাত মাস ধরে চলে নেতা নির্বাচনের পালা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল ডেভিড ডেবিস, ক্লার্ক এবং ডেভিড ক্যামেরনের মধ্যে। যদিও প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছিল, ডেভিড ডেবিস-ই হবেন কনজারভেটিভদের পরবর্তী নেতা তবুও ব্ল্যাকপুলে দলের বার্ষিক সভায় তিন নেতার বক্তৃতা-বদলে দেয় অনেকটা পুরো চিত্র। তিন জনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ৩৯ বছর বয়সী ডেভিড ক্যামেরুন এগিয়ে যান অন্য দুজনকে পেছনে ফেলে, যিনি রাজনীতিতে বলতে গেলে একেবারেই নতুন মুখ। মাত্র চার বছর আগে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম বারের মতো। ১৯৬০ সালে নির্বাচিত স্যার অ্যালেক্স ডগলাস-এর পর তিনিই প্রথম ইটোনিয়ান (Eton educated) যিনি কনজারভেটিভ লিডার নির্বাচিত হলেন। সুদর্শন, স্মার্ট ক্যামেরন অন্য প্রার্থীদের তুলনায় নারী সদস্যদের ভোটও বেশি পেয়েছেন বলে রিপোর্টে প্রকাশ। সারা দেশে টোরি দলের সদস্যদের ভোট দ্বারা দলের নেতা নির্বাচিত হন তিনি মাত্র কয়েক মাস আগে। যিনি ওয়েস্টমিনস্টারের বাইরে বলতে গেলে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন তাকে এখন টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার অফ বৃটেন।

টনি ব্লেয়ারের সঙ্গে তাকে তুলনা করার অনেক কারণের মধ্যে কয়েকটি হলো, দীর্ঘদিন পর টোরি দলকে তিনি চাঙ্গা করে তুলেছেন অনেকটা ব্লেয়ারের মতোই। টনি ব্লেয়ারের কথা বলার স্টাইল,

ম্যানারিজম, এমনকি কথার মধ্যে একই ধরনের ফ্রেইজ ব্যবহার করেন। তাকে সাংবাদিকরা এসব বিষয় উল্লেখ করলে তিনি বেশ উপভোগই করেন বলে মনে হয়। ব্লেয়ারের প্রতি তার শ্রদ্ধাও আছে যথেষ্ট। তিনি তা প্রকাশও করেছেন বহুবার।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তার মুখে ঘুরেফিরে একটাই অভিযোগ শোনা যায় আর তা হলো, প্রধানমন্ত্রী অতীতমুখী হয়ে আছেন। বৃটেনের মানুষ এখন একটা পরিবর্তন চায়। তাছাড়া ক্যামেরন অতি সম্প্রতি একটা ঘোষণা দিয়ে অনেককে চমকে দিয়েছেন। আগামী নির্বাচনে তিনি দলের প্রার্থী হিসেবে আরো বেশি নারী, কালো সম্প্রদায়ের লোক এবং সমকামীদের মনোনয়ন দেবেন (More women, more black and more gay)। অবশ্য তার জন্য তাকে দলের সদস্যদের কাছ থেকে ভোট পেতে হবে। সদস্যরা হ্যা অথবা না ভোট দেবেন অর্থাৎ এখানেও ক্যামেরুন তার দলে বড় ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসছেন। যেমনটা অতীতে করেছিলেন লেবার নেতা টনি ব্লেয়ার।

লিবারাল ডেমক্রেটদের লেজেগোবরে অবস্থা

সংক্ষেপে লিব-ডেম হিসেবে পরিচিত বৃটেনের তৃতীয় বৃহত্তম দল লিবারাল ডেমক্রেটদের বর্তমান অবস্থা সত্যি বেশ করুণ। অথচ গত নির্বাচনে তারা লেবারের অনেক সিটই ছিনিয়ে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ৬০টির মতো সিট পেয়ে আশাতীত ভালো ফল করেছিল তারা। যারা লেবারের ভোটার কিন্তু টনি ব্লেয়ারের কার্যক্রমের ঘোর বিরোধী তারা অনেকেই ভোট দেন লিবারোল ডেমক্রেটদের। ধারণা করা হয়েছিল তারা পরের নির্বাচনে আরো ভালো করবে। কিন্তু আপাতত মনে হচ্ছে তাদের সে স্বপ্ন সুদূর পরাহত। মাত্রা অতিরিক্ত মদ্যপানে আসক্তি এবং সে সম্পর্কিত সমস্যার কথা জনসমক্ষে স্বীকার করার পর লিব-ডেম-এর সাবেক নেতা চার্লস কেনেডি দলীয় চাপে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এদিকে আরেক নেতা সাইমন হিউজ নিজের সমকামিতার কথা স্বীকার করায় দলে তার অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে গেছে। গত কয়দিন ধরে নতুন আরেকজনের নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবেন লিব-ডেমের পরবর্তী নেতা তার জন্য আরো কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এখন দেখার পালা পরবর্তী নির্বাচনে কনজারভেটিভ-এর টনি ব্লেয়ার রূপে পরিচিতি পাওয়া ডেভিড ক্যামেরন তার নেতৃত্বের ক্যারিসমা দেখিয়ে দলকে ক্ষমতায় নিতে পারেন কি না বা তার জন্য কতোটা সহজ হয় নির্বাচনে জেতা। লেবারের অবস্থা এখন বেহাল হলেও পরবর্তী নির্বাচনে ব্লেয়ার আর প্রার্থী হচ্ছেন না। লেবারের প্রার্থী হিসেবে যার নাম জ্বলজ্বল করছে তিনি হচ্ছেন ব্লেয়ার মন্ত্রিসভার মোটামুটি সফল অর্থমন্ত্রী হিসেবে খ্যাতি পাওয়া গর্ডন ব্রাউন যার প্রতি আলাদা একটা শ্রদ্ধা আছে অনেক বৃটেনবাসীর মনে। তিনি যে খুব একটা পিছিয়ে থাকবেন তাও আপাতত মনে হচ্ছে না। এখন দেখার পালা আগামী নির্বাচনী দৌড়ে কে কতোটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারে।

লন্ডন থেকে

nondinihussain@gmail.com
www.satrong.org